সহজ ও সংক্ষিপ্ত পন্থায় একজন হাজী ও উমরাকারীর জন্য যা করণীয়

লেখক:
ড: সালিহ ইবনু ফাউযান ইবনু আব্দিল্লাহ আল-ফাউযান
সদস্য, উচ্চ উলামা পরিষদ ও স্থায়ী ফতোয়া কমিটি

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর।

কিছু সাধারণ জনগণ বিশেষ করে যারা এখনো হজ্জ অথবা উমরাহ করেনি তাদের বেশিরভাগ প্রশ্ন হলো, তারা নিজেদের হজ্জ ও উমরায় কী করবে এবং কী বলবে? তাই তাদের জন্যই এ সংক্ষিপ্ত লেখা। কারণ, সাধারণ ব্যক্তি হয়তোবা জ্ঞানগর্ভ লেখা বুঝবে না। বরং তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যেভাবে বুঝবে সেভাবেই আপনি দলীল অনুযায়ী তার করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। যদিও সেখানে সরাসরি দলীল উল্লিখিত না হয়।

লেখক

হে হাজী সাহেব! আপনি নিজ হজ্জ ও উমরায় তথা আপনার সকল আমলে আল্লাহর জন্য নিজের নিয়্যাতকে খাঁটি করার চেষ্টা করুন। তেমনিভাবে আপনার হজ্জ ও উমরাহ এবং যাবতীয় আমল যেন নবী ﷺ এর সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করা হয় সে ব্যাপারেও আপনি সচেষ্ট হোন। যেন আপনার আমলটি শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা, এ দু'টি শর্ত তথা নিয়্যাতকে খাঁটি এবং কাজটিকে সুন্নাত মাফিক করা ছাড়া কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি ব্যাপারটি এমনই হয় তাহলে আমি আপনাকে হজ্জ ও উমরাহ শুরু করার আগে এ নির্দেশনাগুলো পড়ার উপদেশ দিচ্ছি। হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এগুলোর মাধ্যমে উপকৃত করবেন।

অনুরূপভাবে আপনার হজ্জ ও উমরাহর খরচগুলো যেন হালাল কামাই থেকে হয় সেটিরও চেষ্টা করবেন। কারণ, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল কামাই ছাড়া আপনার হজ্জই কবুল হবে না। তেমনিভাবে আপনার হজ্জ ও উমরাহ যেন অশ্লীলতা, অপকর্ম ও অবৈধ ঝগড়ামুক্ত হয় সে ব্যাপারেও আপনি চেষ্টা করবেন।

আপনাকে জানতে হবে যে, হজ্জ অথবা উমরাহর সর্বপ্রথম কাজটিই হলো ইহরাম।

ইহরামঃ

আপনাকে জানতে হবে ইহরামের সময় ও স্থানের কথা। তেমনিভাবে যে কাজগুলো ইহরামের আগেই করা উচিত এবং ইহরামের অর্থ আর যে হজ্জের আপনি ইহরাম বেঁধেছেন সে

হজ্জের প্রকারভেদ। উপরন্তু ইহরামের সময় ও তার পরে যে যিকিরগুলো আপনি বলবেন এবং একজন ইহরামকারীর জন্য যে কাজগুলো করা হারাম ইত্যাদি। তাই আপনি নিচের কিছু বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবেন:

১. ইহরামের স্থান:

নবী ﷺ এমন কিছু জায়গা নির্ধারিত করেছেন একজন হজ্জ কিংবা উমরাহর ইচ্ছা পোষণকারী কারো জন্য ইহরামরত অবস্থা ছাড়া সেগুলো অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাওয়া জায়িয নয়। সে জায়গাগুলো নিম্নরূপ:

ক. যুল-হুলাইফাহ। যার বর্তমান নাম আবইয়ারে আলী। যা মদীনাবাসী এবং যারা স্থল ও আকাশ পথে এ রাস্তা দিয়ে আসবে তাদের মীকাত।

খ. জুহফা। সাহিল এলাকার পথে অবস্থিত রাবিগের নিকটবর্তী এলাকা। ইতিপূর্বে মানুষরা রাবিগ থেকেই ইহরাম বাঁধতো যা মীকাতের একটু আগে অবস্থিত। তবে যখন মীকাত ঠিক হয়ে গেলো তখন তারা সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধে। এটি মরক্কো, সিরিয়া ও মিশরবাসী এবং জল, স্থল ও আকাশ পথে যারা এ পথে আসবে তাদের মীকাত।

গ. ইয়ালামলাম। যার বর্তমান নাম সা'দিয়াহ। যা ইয়ামানবাসী এবং যারা জল, স্থল ও আকাশ পথে এ পথে আসবে তাদের মীকাত।

ঘ. কারনুল-মানাযিল। যার বর্তমান নাম সায়লে কবীর। যা নাজদ অধিবাসী এবং যারা স্থল ও আকাশ পথে এ রাস্তা

দিয়ে আসবে তাদের মীকাত।

ঙ. যাতু ইরক। যা ইরাকবাসী এবং যারা স্থল ও আকাশ পথে এ রাস্তা দিয়ে আসবে তাদের মীকাত।

চ. যার ঘর এ মীকাতগুলোর আগে তথা মক্কার নিকটবর্তী সে নিজ ঘর থেকেই হজ্জ অথবা উমরাহর ইহরাম বাঁধবে। তবে যার ঘর মক্কার ভিতরে সে উমরাহর ইহরামের জন্য হারামের বাইরে যাবে। আর হজ্জের জন্য মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি এ মীকাতগুলো অতিক্রম করেছে; অথচ সে হজ্জ কিংবা উমরাহর নিয়্যাত করেনি অতঃপর তার ইচ্ছা হলো হজ্জ কিংবা উমরাহ করার তখন সে তার নিয়্যাতের জায়গা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। সে তখন ইহরামরত অবস্থা ছাড়া সেই এলাকা অতিক্রম করে মক্কার দিকে রওয়ানা করবে না। আর যে ব্যক্তি এ মীকাতগুলোর কোনটিই অতিক্রম করেনি; অথচ তার হজ্জ কিংবা উমরাহ করার নিয়্যাত রয়েছে এমতাবস্থায় সে তার নিকটতম কোন মীকাতের বরাবর যে কোন জায়গা থেকে জলে, স্থলে কিংবা আকাশ পথে ইহরাম বাঁধবে।

২. হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময়ঃ

হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় হলো সে মাসগুলো যেগুলোর উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা নিজেই করেছেন। তিনি বলেন:

﴿الْـحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ﴾ [سورة البقرة: 197].

"হজ্জ হলো কিছু জানা মাস" (বাক্বারাহ: ১৯৭)

আর সেগুলো হলো শাওয়াল, যুল-কি'দাহ ও যুল-হিজ্জাহর দশ দিন। অতএব, কেউ যদি এ মাসগুলোর আগেই হজ্জের ইহরাম বেঁধে ফেলে অধিকাংশ আলিমের মতে তার ইহরাম বিশুদ্ধ হবে না। আর কেউ যদি এ মাসগুলোর শেষে তথা যুল-হিজ্জাহর দশ তারিখ রাতে ফজরের আগে ইহরাম বেঁধে আরাফায় কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করে তাহলে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে। কিন্তু উমরাহর ইহরাম তা সব সময়ই করা যায়। তবে তামাত্তুয়ের উমরাহ তার ইহরাম অবশ্যই হজ্জের মাসগুলোতেই হতে হবে।

৩. যে কাজগুলো ইহরামের আগেই করতে হয়ঃ

আপনি যদি ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে ইহরামের আগেই আপনার জন্য ইহরামের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ নিম্নোক্ত কাজগুলো করা মুস্তাহাব যেগুলো হলোঃ

ক. প্রয়োজনীয় কর্মসমূহ তথা নখ কাটা, মোছ কাটা, বগলের কেশ উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের লোম কাটা ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো কাটার কোন প্রয়োজন নেই তথা তাতে কষ্টদায়ক কোন কিছু না থাকে তাহলে তা কাটা বাধ্যতামূলক নয়। যেমনঃ আপনি যদি এগুলো খুব নিকটবর্তী সময়ে কেটে থাকেন তাহলে তাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।

খ. গোসলের সময় পর্দা রক্ষা করে পুরো শরীর ধৌত করা

এবং শরীরে লেগে থাকা ঘাম ও সকল আবর্জনা দূর করা। তবে গোসল করতে না পারলে তা করা কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। তেমনিভাবে নিকটবর্তী সময়ে গোসল করে থাকলে মীকাতে এসে দ্বিতীয়বার গোসল করারও কোন প্রয়োজন নেই।

গ. পুরুষ সকল সেলানো কাপড় তথা শরীর কিংবা শরীরের কোন অঙ্গের মাপে বানানো সকল কাপড় খুলে ফেলবে। যেমনঃ জামা, গেঞ্জি ও মুজা ইত্যাদি। সে শুধু শরীরের উপরি ভাগে ও নিচে দু'টি চাদর পরিধান করবে। আর যে জাতীয় জুতাই পরতে চাক সে তা পরতে পারবে। তেমনিভাবে জুতা না থাকলে মুজাও পরতে পারবে। তবে শরীরে পরা উপর ও নিচের চাদর দু'টো পরিচ্ছন্ন ও সাদা রঙের হওয়া মুস্তাহাব। চাই সেগুলো নতুন কিংবা পুরাতন ধোয়া হোক। আর মহিলা তার চেহারার জন্য বিশেষভাবে সেলানো নিকাবটুকু চেহারা থেকে খুলে ফেলবে এবং তার পরিবর্তে একটি বড় ওড়না দিয়ে নিজের চেহারা ও মাথা অপর পুরুষ থেকে ঢেকে রাখবে। যদিও এ ওড়নাটুকু চেহারাকে স্পর্শ করে তাতে কোন অসুবিধে নেই। অতএব, সে নিজের মাথার উপর কোন পাগড়ি লাগাতে কিংবা ওড়না যাতে চেহারাকে স্পর্শ করতে না পারে এমন কিছু ব্যবহার করতে বাধ্য নয়। যা কিছু কিছু মহিলারা করে থাকে। কারণ, এটি সুন্নাতি কোন পন্থা নয়।

অনুরূপভাবে ইহরামের সময় মহিলা তার হাতমুজো দু'টি

খুলে ফেলবে। এ ছাড়া মহিলা যে পোশাক পড়তে সর্বদা অভ্যস্ত যদি তাতে কোন ধরনের সৌন্দর্য প্রকাশ না থাকে তাহলে তা পরতে কোন অসুবিধে নেই। তেমনিভাবে মহিলার ইহরামের কাপড়ের বিশেষ কোন রঙ শরীয়তে নির্ধারিত নেই। অতএব, কিছু সাধারণ লোক যা মনে করে তথা মহিলাকে শুধু সাদা কাপড়ই পরতে হবে তাতে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য থাকার দরুন তা পরা কখনোই জায়িয হবে না। বরং সে মহিলারা যা পরতে সাধারণত অভ্যস্ত তাই পরে ইহরাম বাঁধবে। যা আমাদের পবিত্র শরীয়ত বিরোধী নয়।

ঘ. গোসলের পর সাধ্যমতো শরীরে সুগন্ধি লাগাবে। তবে ইহরামের কাপড়ে নয়। অতঃপর ইহরামের নিয়্যাত করবে। আর মহিলা যে সুগন্ধি বেশি প্রকাশ পায় না তাই ব্যবহার করবে। বিশেষ করে যে সুগন্ধি দুর্গন্ধ দূর করে সে তাই ব্যবহার করবে।

৪. ইহরামের অর্থঃ

উক্ত প্রস্তুতিপর্ব শেষ করার পর আপনি এখন ইহরাম বাঁধবেন। ইহরামের অর্থ হলো যে ইবাদাতটি আপনি আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করছেন তাতে প্রবেশের নিয়্যাত করা। অতএব, যদি আপনি তাতে প্রবেশের নিয়্যাত করেন তাহলে আপনি বস্তুতঃই ইহরাম বেঁধে ফেলেছেন। যদিও আপনি মুখে কোন কিছুই উচ্চারণ করেননি। তবে আপনি যদি যে কোন ফরয নামাযের পর ইহরামের নিয়্যাত করেন তাহলে তা হবে আপনার জন্য অনেক ভালো। আর যদি তখন কোন ফরয

নামাযের সময় না হয় তাহলে ইহরামের আগে দু’ রাকআত নামায পড়লে কোন অসুবিধে নেই। যদি সে সময় কোন নিষিদ্ধ সময় না হয়। যেমনঃ ফজর ও আসরের পর। অতএব, আপনি নিষিদ্ধ সময়ে কোন নামায ছাড়াই ইহরাম বাঁধবেন। আর যদি আপনি হজ্জ ও উমরাহর ক্ষেত্রে অন্য কারো প্রতিনিধি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি তারই পক্ষ থেকে ইহরামের নিয়্যাত করবেন। আর যদি এরই সাথে বলেনঃ **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عَنْ ...** (এরপর যার পক্ষ থেকে আপনি হজ্জ বা উমরাহ করছেন তার নাম বলবেন) তাহলেও কোন অসুবিধে হবে না।

৫. হজ্জের প্রকারসমূহ যার কোন একটির নিয়্যাতে একজন হাজী ইহরাম বাঁধবেঃ

হজ্জের প্রকারগুলো হলো সর্বসাকুল্যে তিনটিঃ তামাত্তু, ক্বিরান ও ইফরাদ। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো তামাত্তু এরপর ক্বিরান তারপর ইফরাদ।

তামাত্তু এর অর্থ হলো আপনি হজ্জের মাসগুলোতে আপনার নিকটতম মীক্বাত থেকে উমরাহর ইহরামের নিয়্যাত করবেন। যখন উমরাহর কাজগুলো আদায় করবেন তখন আপনি ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবেন। এরপর তারবিয়ার দিন তথা যুল-হাজ্জের ৮ তারিখে মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। আর মসজিদে হারামের অধিবাসী না হলে তামাত্তুয়ের জন্য একটি হাদী (একটি ছাগল বা উটের এক

সপ্তমাংশ) জবাই করবেন।

ক্বিরান হলো আপনি মীক্বাত থেকে হজ্জ ও উমরাহর একত্রে ইহরাম বাঁধবেন অথবা উমরাহর ইহরামের পর উমরাহের তাওয়াফ শুরু করার আগেই তাতে হজ্জ ঢুকিয়ে দিবেন। অতঃপর ইহরামের মধ্যেই থাকবেন ঈদের দিন পাথর মারা ও মাথা মুণ্ডন পর্যন্ত। আর মসজিদে হারামের অধিবাসী না হলে তামাত্তুয়ের ন্যায় একটি হাদী জবাই করবেন।

ইফরাদ হলো আপনি নিজস্ব মীক্বাত থেকে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং ঈদের দিন পাথর মারা ও মাথা মুণ্ডন পর্যন্ত সেই ইহরামের মধ্যেই থাকবেন। তখন আপনাকে হাদী দিতে হবে না। যার বিস্তারিত সামনেই আসছে।

৬. ইহরামের সময় ও তার পরে যে যিকিরটি বলা মুস্তাহাব:

ক. আপনি তামাত্তুয়ের ইহরাম বাঁধলে বলবেন:

اللَّهُمَّ لَبَّيكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعاً بِهَا إِلَى الْحَجِّ، فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

“হে আল্লাহ! আমি উমরাহের জন্য উপস্থিত যার সাথে হজ্জের সুবিধাটিও গ্রহণ করবো। তাই আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন”।

খ. আর ক্বিরানের ইহরাম বাঁধলে বলবেন:

اللَّهُمَّ لَبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجاً

“হে আল্লাহ! আমি উমরাহ ও হজ্জের জন্য উপস্থিত”।

গ. আর ইফরাদের ইহরাম বাঁধলে বলবেন:

اللَّهُمَّ لَبَّيكَ حَجاً

"হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য উপস্থিত"।

আর যদি আপনি কোন ধরনের অসুস্থতা বোধ করেন এবং হজ্জ ও উমরাহ আদায় করতে না পারার আশঙ্কা করেন তাহলে আপনি ইহরামের সময় শর্ত করে বলবেন:

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

"যদি কোন প্রতিবন্ধকতাকারী আমার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে আপনি যেখানেই আমার গতিরোধ করবেন আমি সেখানেই হালাল হয়ে যাবো"।

অতএব, আপনি যদি কোন কারণে কাজটি করতে না পারেন তাহলে আপনি তখনই হালাল হয়ে যাবেন। এর জন্য আপনাকে কোন কিছুই দিতে হবে না। কারণ, আপনি যা নিজ প্রতিপালকের নিকট শর্ত করেছেন তা আপনি অবশ্যই পাবেন। যা হাদীসেই বর্ণিত। আর ইহরামের নিয়্যাতের পর আপনি তালবিয়্যাহ বলবেন তথা:

لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيك، لَبَّيكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

"আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নেই। আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনার জন্যই এবং সকল ক্ষমতাও আপনার জন্যই। আপনার কোন শরীক নেই।

পুরুষরা এটি উচ্চস্বরে বলবে আর মহিলারা নিচু স্বরে।

উক্ত তালবিয়্যাহর অর্থ হলো আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার ঘোষণা দেয়া তাঁর বন্ধু ইব্রাহীম عليه السلام যখন হজ্জের ডাক দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে নিজ হজ্জ, উমরাহ ও সকল কাজে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছিন্নতার ঘোষণা দেয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক. ঋতুস্রাবী ও সন্তান প্রসবোত্তরস্রাবীর ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব যদি ইহরামের আগেই শুরু হয়ে যায় তখন সে গোসল করে ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করে অন্য মহিলাদের ন্যায় ইহরাম বাঁধবে। আর যদি ইহরাম বাঁধার পরপরই ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব শুরু হয়ে যায় তাহলে সে ইহরাম অবস্থায়ই থাকবে এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হাজীদের ন্যায় সকল কাজই করবে। আর পবিত্র হয়ে গোসল করা পর্যন্ত তাওয়াফটিকে দেরি করবে।

খ. যদি কোন মহিলা তামাত্তু হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর আরাফার দিন পর্যন্ত পবিত্র না হয় তাহলে সে হজ্জের নিয়্যাত করে হজ্জকে উমরাহের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলবে। তখন সে ক্বিরান হজ্জকারিণী হয়ে যাবে। সে তখন আরাফার দিকে যাবে এবং তাওয়াফ ও সাঈ ছাড়া অন্য হাজীদের ন্যায় সব কাজই করবে। আর পবিত্র হওয়া পর্যন্ত এ দু'টিকে পিছিয়ে দিবে।

গ. কোন বাচ্চা হজ্জ অথবা উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধলে তা শুদ্ধ হবে। যদি সে বুঝমান হয় তাহলে সে নিজেই ইহরামের নিয়্যাত করবে। আর যদি সে বুঝমান না হয়

তাহলে তার অভিভাবকই তার পক্ষ থেকে নিয়্যাত করবে।

ঘ. উড়োজাহাজ আরোহীর কর্তব্য হবে আকাশে থাকা অবস্থায়ই ইহরাম বাঁধা যখন সে কোন এক মীক্বাতের বরাবরে আসবে। তার জন্য জায়িয হবে না জেদ্দা এয়ারপোর্টে নামা পর্যন্ত ইহরামকে দেরি করা। কারণ, জেদ্দা তার অধিবাসী এবং যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছার পর হজ্জ কিংবা উমরাহ করার নিয়্যাত করেছে তারা ছাড়া আর কারো মীক্বাত নয়। যদি লোকটি গোসল করে পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন হয়ে প্লেনে উঠার আগেই নিজ পোশাকের নিচে ইহরামের নিচের কাপড়টি পরে নেয় অতঃপর মীক্বাত বরাবর বা তার নিকটবর্তী হলে শরীরের উপরের পোশাকটি খুলে ইহরামের উপরের কাপটি পরে ইহরামের নিয়্যাত করে নেয় তাহলে তা তার জন্য খুবই ভালো হবে। আর যদি তার সাথে ইহরামের কোন কাপড় না থাকে তাহলে সে তার পায়জামাটি গায়ে রেখে বাকি কাপড় খুলে ফেলে তা দিয়ে অথবা অন্য কাপড় দিয়ে নিজের কাঁধ, পিঠ ও বুক ঢেকে নিয়ে ইহরামের নিয়্যাত করবে। অতঃপর এয়ারপোর্টে নেমে ইহরামের কাপড় পেলে তা পরে নিবে এবং পায়জামাটি খুলে ফেলবে। এতে তার কোন ফিদয়া দিতে হবে না।

ঙ. মহিলার জন্য ইহরামের নির্দিষ্ট কোন কাপড় নেই। তাই সে প্লেনে উঠে তার নিজ কাপড় দিয়েই ইহরাম বাঁধতে পরবে। তবে সে নিজের নিকাব খুলে তার পরিবর্তে বড় একটি ওড়না পরে নিবে। তেমনিভাবে সে নিজের হাতের মুজাগুলোও

খুলে নিবে। তবে সে নিজের হাতগুলোকে অপর পুরুষ থেকে কাপড় কিংবা বোরকা দিয়ে ঢেকে রাখবে।

চ. হাজীদের জন্য জায়িয হবে না ইহরাম বাঁধার পর পরবর্তীতে এ কাজটিকে স্মরণ করার জন্য নিজের কিছু ছবি তুলে রাখা। তাদের এ কাজটি দু'টি কারণে হারাম যা নিম্নরূপঃ

১. ফটো তোলা মূলতঃ একটি গুনাহের কাজ এবং তা কবীরা গুনাহসমূহেরও একটি। ফলে তাদের জন্য উচিত হবে না এরই মাধ্যমে তাদের হজ্জের কাজ শুরু করা। তেমনিভাবে তাদের জন্য জায়িয হবে না হজ্জ ও হজ্জের বাইরে এ জাতীয় কোন ফটো তোলা। কারণ, ফটো তোলা সর্বসময়ের জন্যই হারাম। যদিও এ মাসআলাটির ব্যাপারে বর্তমান আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

২. এটি রিয়া তথা অন্যকে দেখানোর মধ্যেও পড়ে। কারণ, সে চায় অন্য মানুষ তার ইহরামপরা ছবিটি দেখুক। আর রিয়া আমলকে নষ্ট করে দেয়। তাই হে মুসলিম ভাই! আপনি নিজ আমলটুকুকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করুন।

ছ. যিনি অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ কিংবা উমরাহ করতে চান তাঁর জন্য শর্ত হলো তাঁকে অবশ্যই ইতিপূর্বে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ কিংবা উমরাহ করে থাকতে হবে। যদি তিনি ইতিপূর্বে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ কিংবা উমরাহ না করে থাকেন তাহলে হজ্জ ও উমরাহটি তাঁরই জন্য হবে। যদিও তিনি সেগুলোর ক্ষেত্রে অন্যের নিয়্যাত করে থাকেন।

জ. কিছু কিছু হাজী ইহরাম বাঁধার সময় নিজের ডান বাহুটি খোলা রাখেন। এটি অবশ্যই একটি ভুল কাজ। কারণ, এটি সাধারণত উমরাহর প্রথম তাওয়াফে কিংবা তাওয়াফে কুদূমে করা হয়। যা কিরান অথবা ইফরাদে হয়ে থাকে।

৭. যে কাজগুলো ইহরামের নিয়্যাত করার পর সম্পাদন করা হারামঃ

ক. ইহরামের নিয়্যাতের পর পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য সর্বপ্রকারের সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। না শরীরে, না কাপড়ে। তাদের উভয়ের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধি কিংবা সুগন্ধিযুক্ত বস্তু ব্যবহার করা হারাম। যেমনঃ সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য, পানীয়, তেল, সাবান ইত্যাদি। যেগুলোর সুগন্ধি বস্তুটি ব্যবহার শেষেও ইহরামকারী ব্যক্তির শরীর অথবা কাপড়ের উপর দীর্ঘক্ষণ বাকি থাকে। তবে যে সুগন্ধিযুক্ত বস্তুটি ব্যবহার শেষে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার সুগন্ধিটুকু বাকি থাকে না তা ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই।

খ. পুরুষ ও মহিলার জন্য মাথা ও পুরো শরীরের যে কোন কেশ যে কোনভাবে দূর করা হারাম। তেমনিভাবে নখ কাটাও হারাম।

গ. ইহরামকারী পুরুষ ও মহিলার জন্য যে কোন শিকারযোগ্য প্রাণীকে শিকার করা এবং যে কোনভাবে শিকার কার্যে সহযোগিতা করা অথবা শিকারকে ইশরা ইত্যাদির মাধ্যমে দেখিয়ে দেয়া হারাম। চাই তা হারাম এলাকার

ভেতরে হোক অথবা বাইরে।

ঘ. ইহরামকারী পুরুষ ও মহিলার জন্য সহবাস ও সহবাসের আনুষঙ্গিক কোন কিছু করা হারাম। যেমনঃ বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহ এবং তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করা।

ঙ. কেবল ইহরামকারী পুরুষের জন্য হারাম মাথার সাথে লাগানো কোন কিছু দিয়ে তার মাথা ঢাকা। যেমনঃ পাগড়ী, টুপি ও গোতরা (আরবদের ব্যবহার্য মাথার রুমাল) ইত্যাদি। তবে সে ছাতা, গাড়ির ছাদ, তাবু কিংবা গাছের ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। তাতে কোন অসুবিধে নেই।

চ. কেবল ইহরামকারী পুরুষের জন্য হারাম সেলানো কোন কাপড়, গেঞ্জি ও মুজা ইত্যাদি পরিধান করা। তবে টাকা-পয়সা রাখার জন্য কোমরে বেল্ট বাঁধা এবং চশমা, ঘড়ি কিংবা আংটি পরা হারাম নয়। তেমনিভাবে যার জুতা নেই সে মুজা পরতে পারবে।

ছ. মহিলার জন্য হারাম নিকাব অথবা চেহারার মাপে সেলানো কোন কাপড় পরা। তেমনিভাবে হাতমুজা পরা তথা দু' হাতের মাপে সুতী, পশম ইত্যাদি কর্তৃক বানানো কিংবা সেলানো কোন কাপড় পরা। বরং সে তার চেহারাকে ওড়না দিয়ে এবং তার হাত দু'টোকে কাপড় দিয়ে অপর পুরুষ থেকে ডেকে রাখবে।

তানঈম ও জিইররানা নামক দু'টি মসজিদে যে ভুলগুলো করা হয় সে ব্যাপারে সতর্কতাঃ

ক. তানঈম মসজিদে যা করা হয়ঃ

অনেক হাজী তানঈমের মসজিদে যান এ বিশ্বাসে যে, মসজিদে হারামে যাওয়ার আগে এখানে কিছু নামায পড়ে নিতে হয়। তেমনিভাবে কিছু কিছু হাজী নিজেদের পথের মীক্বাত থেকে ইহরাম না বেঁধে তানঈমের মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধেন। আবার মক্কায় থাকা কিছু হাজী তানঈমে বেশি বেশি আসা-পাওয়া করে সেখান থেকে উমরাহর ইহরাম বাঁধার জন্য। কারণ, তাদের বিশ্বাস, মসজিদে তানঈমের এমন কিছু বিশেষত্ব ও ফযীলত রয়েছে যার জন্য এখানে আসতে হয়। এ জন্য আমাদেরকে এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক করতে হবে যে, অন্য মসজিদের উপর এ মসজিদের ভিন্ন কোন বিশেষত্ব বা বিশেষ কোন ফযীলত নেই। তাই এ জাতীয় বিশ্বাস নিয়ে সেখানে যাওয়া বিদ'আত।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যে ব্যাপারে আমার কোন সমর্থন নেই তাহলে তা নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য"।

(বুখারী ২৫৫০ মুসলিম ১৭১৮ আবু দাউদ ৪৬০৬ ইবনু মাজাহ/ভূমিকা ১৪ আহমাদ ৬/১৪৬)

বস্তুতঃ এ মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা এবং সেখানে বেশি বেশি যাওয়া না রাসূল ﷺ এর আমল ছিলো না সাহাবায়ে কিরামের। বরং এ মসজিদটি রাসূল ﷺ এর যুগে ছিলোই না। বরং তা তাঁর পরে বানিয়েই মসজিদের নাম দেয়া

হয়েছে। যার কোন ভিত্তি নেই। তবে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তানঈম থেকেই ইহরাম বেঁধেছেন যখন তিনি মক্কায় ছিলেন এবং উমরাহ করার নিয়্যাত করেছেন উপরন্তু তিনি রাসূল ﷺ এর সাথে এ ব্যাপার নিয়ে পীড়াপীড়িও করেছিলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁকে তানঈম থেকে উমরাহ করার অনুমতি দিলেন। কারণ, এটিই ছিলো হারামের নিকটবর্তী হালাল এলাকা। অন্য কোন বিশেষত্বের দরুন নয়।

সুতরাং নবী ﷺ এর যুগে এ জায়গায় যা ঘটেছিলো তা হলো আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন হজ্জের পর উমরাহ করার অনুমতির ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর সাথে পীড়াপীড়ি করছিলেন। কারণ, তিনি ইতিপূর্বে ভিন্ন উমরাহ করেননি। ফলে তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট ভিন্ন উমরাহ করার অনুমতি চাইলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁকে তানঈমে গিয়ে উমরাহর ইহরাম বাঁধার আদেশ করলেন। কারণ, সেটিই ছিলো হারামের নিকটবর্তী হালাল এলাকা। তাই সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা তাঁর জন্য এবং তাঁর মতো মহিলাদের জন্য সহজ। অন্যান্য হালাল এলাকার উপর এর কোন বিশেষত্ব নেই।

অতএব, কিছু কিছু সাধারণ লোক এ ব্যাপারে যা বিশ্বাস করে যে, অন্যান্য হালাল এলাকার উপর এর বিশেষ ফযীলত রয়েছে তা নিশ্চিত ভুল। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, যে ব্যক্তি মক্কায় রয়েছে তার জন্য হারামের সীমান্ত এলাকাসমূহের নিকটবর্তী যে কোন এলাকা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়িয। তাই

বিশেষ ফযীলতের বিশ্বাস নিয়ে তানঈম মসজিদে আসা বিদ'আত। আর যে ব্যক্তি মীক্বাত থেকে ইহরাম না বেঁধে তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধেছে সে বস্তুতঃ একটি হারাম কাজ করেছে এবং হজ্জ অথবা উমরাহর একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে। তাই তাকে ফিদয়া দিতে হবে। আর তা হলো মক্কায় একটি ছাগল জবাই করে সেখনকার মিসকীনদের উপর তা বন্টন করতে হবে। উপরন্তু সে মীক্বাত থেকে ইহরাম না করার দরুন পাপী হয়েছে। তাই ফিদয়া জবাইয়ের পাশাপাশি তাকে পাপের জন্য তাওবাও করতে হবে।

আর যে ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছে মসজিদে হারামে না গিয়ে মসজিদে হারামে যাওয়ার আগেই নামায পড়ার জন্য তানঈমের মসজিদে গেলো তার আমলটি বিদআত হিসেবেই পরিগণিত হবে। এতে করে সে কঠিন গুনাহগার হবে। কারণ, ইহরামকারী ব্যক্তির কর্তব্য হলো মক্কায় পৌঁছে মসজিদে হারামে গিয়ে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা যদি সে উমরাহকারী হয় অথবা সে তাওয়াফে কুদূম করবে যদি সে ক্বিরান কিংবা ইফরাদ হজ্জকারী হয়। সে তানঈমে যাবে না, না অন্য কোন মসজিদে যাবে। তেমনিভাবে হজ্জের আগে বা পরে অথবা হজ্জ ছাড়া অন্য কোন সময়ে বারবার উমরাহর ইহরাম বাঁধার জন্য মক্কা থেকে বের হয়ে তানঈমে যাওয়াও ভালো কাজ নয়। কারণ, হারামে অবস্থান করে তাতে সালাত আদায় করা এবং বাইতুল্লাহর নফল তাওয়াফ করা অনেক ভালো তানঈম বা

অন্য কোন জায়গা থেকে বারবার উমরাহ করার জন্য মক্কা থেকে বের হওয়ার চেয়ে।

খ. জিইররানা মসজিদে যা করা হয়ঃ

শব্দটি জি'রানা অথবা জিইররানা। তবে প্রথমটিই বেশি শুদ্ধ। এটি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী মক্কার অতি নিকটবর্তী একটি জায়গা। অন্যান্য হালাল জায়গার উপর এ জায়গা কিংবা এ জায়গায় নির্মিত মসজিদের কোন বিশেষত্ব কিংবা বেশি ফযীলত নেই। যা কিছু কিছু মানুষ ধারণা করে। কেবল নবী ﷺ যখন হুনাইন থেকে মক্কার পথে আসছিলেন তখন তিনি জিইররানা থেকেই ইহরাম বেঁধেছেন। কারণ, যখন তিনি মক্কার দিকে ফিরার পথে উমরাহর নিয়্যাত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন তখন হারামের সীমান্তে তাঁর চলার পথে এ এলাকাটিই পড়ে। তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা কখনো বিশেষভাবে জিইররানা থেকে ইহরাম বাঁধার জন্য অথবা তাতে নামায পড়ার জন্য মক্কা থেকে বের হতেন না। তাই কিছু কিছু লোকেরা যে জিইররানা থেকে বিশেষভাবে উমরাহর ইহরাম বাঁধা অথবা সেখানে নামায পড়ার জন্য মক্কা থেকে জিইররানার দিকে বের হয় তা না রাসূল ﷺ করেছেন, না তাঁর কোন সাহাবী। না কোন গ্রহণযোগ্য আলিম তা পছন্দ করেছেন। কেবল কিছু সাধারণ লোকরাই এটিকে সুন্নাত মনে করে করে থাকে যা মূলতঃ সুন্নাত নয়। কারণ, নবী ﷺ এর মক্কায় ঢুকার পথে তা তাঁর পথে পড়েছে বলেই তিনি সেখান

থেকে উমরাহর ইহরাম বাঁধেন। বস্তুতঃ তিনি বিশেষভাবে সেখানে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই পোষণ করেননি।

মক্কায় পৌঁছে একজন হাজী যা করবেনঃ

১. একজন তামাত্তু হজ্জকারী যা করবেনঃ

আপনি যদি তামাত্তু হজ্জকারী হন তখন আপনি মক্কায় পৌঁছে প্রথমতঃ উমরাহর কাজগুলো করবেন তথা সাত চক্কর উমরাহর তাওয়াফ করবেন। প্রত্যেকটি চক্কর হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদেই শেষ হবে। এভাবে তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ হলে আপনি তাওয়াফের জায়গা থেকে বের হয়ে দু' রাকআত নফল নামায আদায় করবেন। সম্ভব হলে মাক্বামে ইব্রাহীমেই তা পড়া ভালো। না হয় মসজিদের যে কোন জায়গায় তা পড়ে নিবেন। এরপর যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব। অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে বের হয়ে তার মাঝে ও মারওয়ার মাঝে উমরাহর সাত বার সাঈ করবেন। প্রথমটি সাফা থেকে শুরু হয়ে মারওয়াতে শেষ হবে। আর দ্বিতীয়টি মারওয়া থেকে শুরু হয়ে সাফাতেই শেষ হবে। এভাবেই সাত বার সাঈ করবেন। সাফা থেকে মারওয়া গেলে এক সাঈ এবং মারওয়া থেকে সাফা গেলে আরেক সাঈ। এরপর পুরুষ তার পুরো মাথা থেকে চুল ছোট করবে আর মহিলা তার লাম্বা চুলের মাথা থেকে এক কর পরিমাণ কেটে ফেলবে। চাই চুলগুলো বেণী করা হোক অথবা বেণী ছাড়া। এভাবেই উমরাহ শেষ হয়ে গেলে আপনি ইহরাম

খুলে হালাল হয়ে যাবেন। তখন আপনার জন্য ইহরামের কারণে যা হারাম ছিলো তা হালাল হয়ে যাবে।

ফায়েদা:

উমরাহর রুকনগুলো হলো ইহরাম, তাওয়াফ ও সাঈ। আর উমরাহর ওয়াজিবগুলো হলো গ্রহণযোগ্য মীক্বাত থেকে ইহরাম এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

২. ক্বিরান ও ইফরাদকারী যা করবে:

আর আপনি যদি ক্বিরান অথবা ইফরাদকারী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য মুস্তাহাব হলো মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদূমের সাতটি চক্কর শেষ করা। অতঃপর তাওয়াফের দু' রাকআত নফল পড়ে নেয়া। এরপর আপনি যদি চান ক্বিরানের সাঈটি অগ্রিম করে নিতে যদি আপনি ক্বিরানকারী হন অথবা হজ্জের সাঈটি অগ্রিম করে নিতে যদি আপনি ইফরাদকারী হন তাহলে আপনি তাওয়াফে কুদূমের পর সাঈটি করে নিতে পারবেন। আর যদি আপনি এ সাঈটি তাওয়াফে ইফাযার পর করতে চান তাহলে আপনি তাও করতে পারবেন। এভাবে তাওয়াফে কুদূমের পর ঈদের দিনের কাজগুলো শেষ করা পর্যন্ত আপনি ইহরামরত অবস্থায়ই থাকবেন। যার বর্ণনা সামনেই আসছে।

কিছু সতর্কবাণী:

ক. তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়্যাত শর্ত। যার স্থান হলো অন্তর। যা উচ্চারণ করা বিধিসম্মত নয়। তেমনিভাবে

পবিত্রতা, সতর ঢাকা, তাওয়াফের সাত চক্কর পরিপূর্ণ করাও তাওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীর অধীন। তবে প্রতিটি চক্কর হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদেই শেষ হতে হবে। অনুরূপভাবে কা'বা ঘরকে নিজের বাঁয়ে রাখবেন এবং হিজরে ইসমাঈলের পেছন থেকেই তাওয়াফ করবেন। যদি তার ভেতর দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে চক্করটি পরিপূর্ণ হবে না। কেননা, তার অধিকাংশটুকুই কা'বার অধীন। তেমনিভাবে তাওয়াফটি মসজিদে হারামের ভেতরেই তারই মেঝেতে হতে হবে। তবে মসজিদের মেঝেতে ভিড় হলে মসজিদের ছাদেও তাওয়াফ করা জায়িয। তেমনিভাবে চক্করগুলো লাগাতার হতে হবে। তবে নামাযের জন্য সামান্য ব্যবধানে কোন অসুবিধে হবে না।

খ. উমরাহর তাওয়াফ ও তাওয়াফে কুদূমে মুস্তাহাব হলো পুরুষ তার ডান বাহু খোলা রাখবে। যাকে ইযতিবা' বলা হয়। তেমনিভাবে প্রথম তিন চক্করে রামাল তথা ঘন ঘন কদমে দ্রুত হাঁটবে যদি সম্ভব হয়।

গ. তাওয়াফ ও সাঈর জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। বরং সেগুলোতে যথাসম্ভব দু'আ করবে অথবা তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর বলবে কিংবা কুর'আনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করবে। হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার জন্য ভিড় করবে না। বরং সম্ভব হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে ও চুমু দিবে। আর সম্ভব না হলে তার বরাবর হওয়া মাত্র তার দিকে ইশারা করবে। যা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তেমনিভাবে সম্ভব হলে

রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবে। তবে তাকে চুমু দিবে না। আর যদি তাকে স্পর্শ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে তার দিকে ইশারা না করে এমনিতেই চলে যাবে।

ঘ. সাঈ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো নিয়্যাত করা। বৈধ তাওয়াফের পরই তার অবস্থান। তা সাতটি হতে হবে। প্রতিটি সাঈ সাফা ও মারওয়ার মাঝে পরিপূর্ণরূপে করতে হবে। যদি প্রতিটি সাঈতে সাফা ও মারওয়ার উপর উঠা যায় তাহলে তা অনেক ভালো।

ঙ. যদি তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে সে চক্করটি বন্ধ করে জামাতের সাথে সালাত আদায় করে নিবে। সালাম শেষে সে আবার চক্করটি শুরু করবে এবং পূর্বের চক্করগুলোর উপর নির্ভর করবে।

৩. একজন হাজী তারবিয়ার দিন যা করবে:

তারবিয়ার দিন হলো যুল-হজ্জের অষ্টম দিন। এ দিন উমরাহ থেকে হালাল হওয়া একজন তামাত্তুকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো সকাল বেলায় সূর্য উঠলে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। তেমনিভাবে মক্কা অধিবাসীদের মধ্যকার যে হজ্জের ইচ্ছা করবে সেও ইহরাম বাঁধবে। সে ইহরামের পূর্বে তাই করবে যা মীকাতে করেছিলো। তথা পরিচ্ছন্ন হয়ে গোসল ও সুগন্ধি লাগানো। সে সেই জায়গা থেকেই ইহরাম বাঁধবে যেখানে সে অবস্থান করেছে। আর ক্বিরান ও ইফরাদকারী মীকাতের ইহরামের মাঝেই থাকবে। সবাই যোহরের আগেই মিনার দিকে বের হবে। তাওয়াফের জন্য আর মসজিদে হারামের

দিকে যাবে না। বরং তারা নিজেদের ঘর থেকেই মিনার দিকে চলে যাবে এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব ও ঈশার সালাত আদায় করবে। প্রতিটি সালাত নিজ নিজ সময়ে চার রাকআত বিশিষ্ট হলে দু' রাকআত করে কসর পড়বে। তারা মিনাতে নয় তারিখ রাত থাকবে এবং সেখানেই ফজরের সালাত আদায় করবে। সে রাত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। যদি কেউ তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার কোন অসুবিধে নেই। তবে যে ব্যক্তি তারবিয়ার দিনের আগেই মিনাতে অবস্থান করেছে সে অন্যদের ন্যায় তারবিয়ার দিন সকাল বেলায় মিনা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। আর মিনার সে জায়গায়ই সে অবস্থান করবে।

৪. আরাফায় অবস্থান ও একজন হাজী সেখানে যা করবে:

নয় তারিখে সূর্য উঠলে হাজীরা মিনা থেকে ধীরস্থিরতা ও ভদ্রতাসহ তালবিয়্যাহ পড়তে পড়তে আরাফার দিকে রওয়ানা করবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে তখন আরাফার সীমাগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিবে। তারা সেখানকার যে জায়গায়ই সম্ভব হয় অবস্থান করবে। সেখানকার পাহাড়ের দিকে যাওয়া এবং সেটিকে দেখা ও তার উপর উঠা কারো জন্য বাধ্যতামূলক নয়। সূর্য ঢলে যাওয়ার পরপরই আরাফায় অবস্থানের সময় শুরু হয়ে যাবে। তারা সেখানে যোহর ও আসরের সালাত এক আযান ও দু' ইকামাতের মাধ্যমে

প্রত্যেকটিকে দু’ রাকআত করে কসর করে আসরকে এগিয়ে এনে উভয় নামায একত্রে পড়বে। অতঃপর তারা দু’আ ও আল্লাহর নিকট কান্নাকাটির জন্য অবসর হয়ে যাবে। দু’আর সময় তারা কা’বামুখী হবে; পাহাড়মুখী নয়।

অতঃপর সূর্য ডুবে গেলে তারা মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করবে। যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আরাফা থেকে বেরিয়ে গেলো তাকে অবশ্যই সেখানে ফিরে এসে সূর্য ডুবা পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। ফিরে না আসলে সে অবশ্যই পাপী হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে। সূর্য ডুবার পর যখন হাজীরা আরাফা থেকে রওয়ানা করবে তখন তাদেরকে অবশ্যই শান্ত ও ভদ্রভাবে চলতে হবে। চলার সময় তারা তালবিয়্যাহ ও ইস্তিগফারে ব্যস্ত থাকবে।

একটি সতর্ক বাণী:

যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আরাফায় পৌঁছুতে পারেনি তার জন্য আরাফায় সামান্যটুকু অবস্থানই যথেষ্ট হবে। যদিও তার উপর দিয়েই হেঁটে যাওয়াই হোক না কেন। আরাফায় অবস্থান মূলতঃ সে দিন সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে শুরু হয়ে ঈদের রাত ফজর উদিত হলেই শেষ হবে। অতএব, তা দু’ ভাগে বিভক্ত: শুধু আরাফায় অবস্থান হজ্জের একটি রুকন। সেটি রাত ও দিনের যে কোন সময় হতে পারে। আরেকটি হলো ওয়াজিব। আর তা হলো সূর্য ডুবার আগে কেউ আরাফায় প্রবেশ করলে সূর্য ডুবা পর্যন্ত তাকে অবশ্যই আরাফায় থাকতে হবে।

মুযদালিফায় রাত্রিযাপনঃ

হাজীরা মুযদালিফায় পৌঁছুলে তারা একটি আযান ও দু'টি ইকামাতের মাধ্যমে ঈশার নামাযকে দু' রাকআতে কসর করে মাগরিব ও ঈশার নামায একত্রে পড়বে। অতঃপর তারা সেখানেই অবস্থান করে রাত্রিযাপন করবে। রাত অর্ধেক হলে দুর্বল তথা মহিলা, বাচ্চা ও বয়স্কদের জন্য এবং তাদের খিদমতের জন্য যাদের প্রয়োজন যদিও তারা শক্তিশালী হোক না কেন তাদের জন্য তখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওয়ানা করা জায়িয। আর যাদের সাথে কোন দুর্বল ব্যক্তি নেই সেই শক্তিশালীদের জন্য ফজর পর্যন্ত রাত্রিযাপন করা অধিক সতর্কতাপূর্ণ বিধান। তারা সেখানে ফজরের শুরু সময়েই তা আদায় করে সূর্য উঠার নিকবর্তী সময় পর্যন্ত দু'আ ও আল্লাহর নিকট কান্নাকাটিতে ব্যস্ত থাকবে। অতঃপর হাজীরা সূর্য উঠার আগেই মিনার দিকে রওয়ানা করবে। তবে রাতের অর্ধেকের আগে কারো জন্যই মুযদালিফা থেকে রওয়ানা করা জায়িয নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এর আগেই রওয়ানা করবে সে পাপী হবে এবং তাকে একটি ফিদয়াও দিতে হবে যদি সে আর সে দিকে ফিরে না আসে। কারণ, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন হজ্জের ওয়াজিবগুলোর একটি। যার নিম্ন পর্যায় হলো অর্ধ রাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান। আর যে ব্যক্তি রাতের অর্ধেকের পর মুযদালিফায় পৌঁছুলো তার জন্য ফজর সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করাই যথেষ্ট।

ঈদের দিন হজ্জের যে কর্মসমূহ করা হয়ঃ

হাজীরা যখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওয়ানা করবেন তখন তাঁরা মুযদালিফা থেকে অথবা রাস্তা থেকে জামরায় মারার জন্য সাতটি পাথর সংগ্রহ করবেন। প্রত্যেকটি পাথর চানাবুট থেকে সামান্যটুকু বড় হওয়া চাই। তাঁরা যখন মিনায় পৌঁছুবেন তাঁদের জন্য মুস্তাহাব হবে বড় জামারায় পাথর মারা শুরু করা। তাঁরা সেখানে লাগাতার সাতটি পাথর মারবে। প্রত্যেকটি পাথর মারার সময় হাত উঁচিয়ে বলবেঃ “আল্লাহু আকবার”। প্রত্যেকটি পাথর জামারার হাউজে পড়তে হবে। চাই সেখানে তা থাকুক অথবা পরে সেখান থেকে বেরিয়ে যাক। তবে জামারায়ে আকাবায় পাথর মারার সময়টুকু দশ তারিখ রাতের অর্ধ ভাগ থেকে শুরু হয়ে দশ তারিখ দিনের সূর্য ডুবা পর্যন্ত চালু থাকবে। আর যে সূর্য ডুবার আগে তা মারতে পারেনি সে সূর্য ডুবার পরেই তথা এগারো তারিখ রাতে মারবে।

শক্তিশালীদের জন্য উত্তম হলো দশ তারিখ সূর্য উঠার পরপরই পাথর মারা। অতঃপর জামারায়ে আকাবায় পাথর মারা শেষে তার হাদীটি জবাই করা। যদি তার উপর হাদী থেকে থাকে। আর তা হলো তামাত্তু ও ক্বিরানকারীর জন্য। তেমনিভাবে কেউ তখন নফল হাদীও জবাই করতে পারে।

জবাইয়ের সময় ঈদের দিন সূর্য উঠার পর থেকে শুরু হয়ে তেরো তারিখ সূর্য ডুবা পর্যন্ত চালু থাকে। তথা ঈদের দিন ও এর পরের আরো তিন দিন। তার জন্য মুস্তাহাব নিজ হাদী

থেকে খাওয়া, কাউকে দেয়া ও তা থেকে সাদাকা করা। হাদী জবাই করার পর সে তার মাথার চুল চেঁছে ফেলবে অথবা সকল দিক থেকে ছোট করে নিবে। তবে মহিলার ক্ষেত্রে ছোট করে নেয়াই একমাত্র পন্থা। সে তার প্রতিটি বেণী থেকে আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ কেটে ফেলবে অথবা বেণী করা না থাকলে সকল চুল একত্রিত করে এক কর পরিমাণ কেটে ফেলবে। এদিন হাজী সাহেব জামারায়ে আকাবায় পাথর মারলে এবং মাথার চুলগুলো ছোট করলে বা চেঁছে ফেললে সে তার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। তখন তার জন্য ইহরামের দরুন হারাম হওয়া সকল বস্তু হালাল হয়ে যাবে। তথা সেলানো কাপড় পড়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি। তবে তার জন্য নিজ স্ত্রীকে ভোগ করা হালাল হবে না যতক্ষণ না সে তাওয়াফে ইফাযাহ তথা বড় তাওয়াফ করবে। পাথর মারা, হাদী জবাই করা এবং মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার পর যদি সম্ভব হয় তাহলে সে ঈদের দিন মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাযাহ ও সাঈ করবে যদি সে তামাত্তুকারী হয় অথবা তাওয়াফে কুদূমের পর সে সাঈ না করে থাকে যদি সে ক্বিরান ও ইফরাদকারী হয়। বস্তুতঃ এদিন তাওয়াফের কাজ সেরে নেয়া উত্তম যদিও সে তা দেরি করতে পারে। এ তাওয়াফের সময় দশ তারিখ রাতের অর্ধ ভাগ থেকে চালু হয়। যার শেষ সময়ের কোন সীমা নেই। তবে তাশরীকের দিনগুলোর মাঝেই তা শেষ করে নেয়া অনেক ভালো।

কিছু সতর্ক বাণী:

ক. ঈদের দিনের এ চারটি কাজের ধারাবাহিকতা এরূপঃ পাথর মারা, জবাই করা, মাথা চাঁছা বা চুল ছোট করা অতঃপর তাওয়াফে ইফাযাহ ও সাঈ করা। এটিই হলো সর্বোত্তম। যদি এগুলোর কোনটিকে অন্যটির আগে করে তাতেও কোন অসুবিধে নেই। যেমনঃ পাথর মারার আগে তাওয়াফ করা অথবা পাথর মারার আগে মাথা চাঁছা।

খ. এদিন তিনটি কাজ করে ফেললে ইহরামের দরুন হারাম হওয়া সব কিছুই হালাল হয়ে যায়। এমনকি নিজ স্ত্রীকে সম্ভোগ করাও। সে কাজগুলো হলো পাথর মরা, চুল চাঁছা এবং তাওয়াফে ইফাযাহ ও সাঈ করা যদি তার উপর সাঈ থেকে থাকে। আর যদি সে এ তিনটির দু'টি সম্পাদন করে তাহলে তার জন্য নিজ স্ত্রীকে সম্ভোগ করা ছাড়া ইহরামের দরুন হারাম হওয়া সবই হালাল হয়ে যাবে।

গ. হাদীর ক্ষেত্রে সে প্রাণীই জবাই করা জায়িয যা কুরবানীতে জবাই করা জায়িয। তথা উক্ত প্রাণীটি শরীয়ত নির্ধারিত বয়সে পৌঁছা। সেটি হলো ভেড়ার জন্য ছয় মাস, ছাগলের জন্য এক বছর, গরুর জন্য দু' বছর ও উটের জন্য পাঁচ বছর। একটি ভেড়া ও একটি ছাগল এক জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আর একটি গরু ও একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। তবে সেগুলো সকল প্রকারের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত। যেমনঃ রোগ, বার্ধক্য, জীর্ণতা, চোখ কানা, অন্ধ ও লেংড়া হওয়া অথবা কান ও শিংয়ের বেশির ভাগ চলে যাওয়া।

হাজী সাহেবের জন্য জায়িয নয় হাদী জবাই করে তা কোথাও ফেলে রাখা। বরং তাঁকে অবশ্যই হাদীর প্রতি যত্নবান হতে হবে। তিনি তা থেকে খাবেন, উপযুক্তদের মাঝে বন্টন করবেন, জবাই করে তা তাদেরকে দিয়ে দিবেন অথবা কাউকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিবেন। যদি তিনি নির্জন কোথাও তা জবাই করে সেখানে ফেলে রাখে তাহলে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে না। মনে রাখতে হবে, জবাইয়ের জায়গা কেবল হারামের সীমারেখার ভিতরেই। অন্য কোথাও নয়।

ঘ. যে ব্যক্তি হাদী সংগ্রহ করতে সক্ষম নয় সে দশটি রোযা রাখবে। হজ্জের সময় তিনটি। যা আরাফার দিনের আগেই হওয়া উত্তম। তবে তা তাশরীকের দিনগুলোতেও হতে পারে। তথা যুল-হজ্জের এগারো, বারো ও তেরো তারিখ। আর বাকি সাতটি নিজের পরিবারের নিকট ফিরে এসে আদায় করবে।

তাশরীকের দিনগুলো এবং তাতে হজ্জের যে কাজগুলো রয়েছেঃ

তাশরীকের দিনগুলো হলো যুল-হজ্জের এগারো, বারো ও তেরো তারিখ। এ দিনগুলোতে একজন হাজীর উপর যা করা ওয়াজিব তা হলো দু'টি:

ক. মিনাতে এ রাতগুলো অবস্থান করা। যার দ্রুত প্রস্থানের ইচ্ছে নেই সে এ রাতগুলোর বেশির ভাগ সময় যথাসম্ভব মিনাতেই কাটাবে। কারণ, এটি হজ্জের ওয়াজিবগুলোর একটি। সুতরাং কেউ যদি কোন ওযর ছাড়া এ

রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান না করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

খ. এ দিনগুলোর মধ্যকার প্রত্যেক দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনটি জামারায় পাথর নিক্ষেপ করবে। তার জন্য মুস্তাহাব প্রতিটি নামায নিজ নিজ সময়ে চার রাকআত বিশিষ্ট হলে দু' রাকআত করে পড়া। তবে সে দু' নামায একত্রে পড়বে না। তেমনিভাবে তার জন্য মুস্তাহাব তাশরীকের দিনগুলোতেও মিনায় অবস্থান করা। যা রাসূল ﷺ করেছেন।

জামারাহগুলোতে পাথর মারার পদ্ধতি:

এগারো তারিখে যখন সূর্য ঢলে যাবে তখন সে নিজের অবস্থানের জায়গা বা রাস্তা থেকে **২১**টি পাথর সংগ্রহ করবে। প্রতিটি পাথর চানাবুট থেকে একটুখানি বড় হতে হবে। সে মিনার দিককার ছোট জামারায় এসে লাগাতার ৭টি পাথর মারবে। প্রত্যেক পাথর মারার সময় হাত উঁচু করে তাকবীর বলবে। পাথরটি জামারার হাউজে পড়েছে বলে নিশ্চিত হতে হবে। অতঃপর মধ্যম জামারায় এসে অনুরূপভাবে সাতটি পাথর মারবে। এরপর বড় জামারায় এসে আরো ৭টি পাথর মারবে। প্রথম ও দ্বিতীয় জামারার পর দু'আ করবে। আর তৃতীয়টির পর সেখান থেকে প্রস্থান করবে; কোন দু'আ করবে না।

বারো তারিখেও সূর্য ঢলার পর উক্ত কাজই করবে। বারো তারিখে জামারাগুলোতে পাথর মারার পর যদি সে দ্রুত চলে যেতে চায় তাহলে সূর্য ডুবার আগেই তাকে মিনা থেকে বের

হয়ে যেতে হবে। যদি তার প্রস্থানের আগেই সূর্য ডুবে তেরো তারিখের রাত শুরু হয়ে যায় তাহলে সে রাত তাকে মিনাতেই থাকতে হবে এবং তেরো তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তাকে তিনটি জামারায় পাথর মারতে হবে। প্রথমটিকে আরবীতে আআজ্জুল আর দ্বিতীয়টিকে তাআখখুর বলা হয় যা তাআজ্জুল থেকে উত্তম। আর যে ব্যক্তি পাথর মারতে অক্ষম যেমন: অসুস্থ, গর্ভবতী মহিলা, বাচ্চা ও অতি বয়স্ক এমন ব্যক্তির জন্য জায়িয পাথর মারার জন্য কাউকে প্রতিনিধি বানানো। প্রতিনিধি নিজ পক্ষ থেকে সবগুলো পাথর মারার পর একই জায়গা থেকে তার মক্কেলের পাথরগুলোও মেরে দিবে। যাতে তার বেশি কষ্ট না হয়। অতএব, তার জন্য বাধ্যতামূলক নয় প্রথমে তার পক্ষ থেকে তিনটি জামারায় পাথর মেরে আবারো তার মক্কেলের পক্ষ থেকে তিনটি জামারায় পাথর মারা। কারণ, কঠিন ভিড়ের দরুন তার জন্য এমন করা খুবই কষ্টকর হবে।

ফায়েদা:

হজ্জের রুকনগুলো হলো চারটি: ইহরাম বাঁধা, আরাফায় অবস্থান এবং তাওয়াফ ও সাঈ করা।

হজ্জের ওয়াজিবগুলো হলো সাতটি: গ্রহণযোগ্য মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা, সূর্য ডুবা পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন, তাশরীকের দিবাগত রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান, জামারাগুলোতে পাথর মারা, চুল চাঁছা বা ছোট করা এবং বিদায়ী তাওয়াফ করা।

যে ব্যক্তি কোন একটি রুকন ছেড়ে দিবে তার হজ্জই শুদ্ধ হবে না। যদি ছুটে যাওয়া বস্তুটি আরাফায় অবস্থানের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয় তাহলে তার হজ্জ বাতিল হবে এবং সে উমরাহ করে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি এ ছাড়া অন্যটি হয় তাহলে তা করা ছাড়া তার হজ্জই হবে না।

আর যে ব্যক্তি কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তার বদলায় তাকে একটি ফিদয়া দিতে হবে যা মক্কায় জবাই করে হারামের মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিবে। সে সেখান থেকে কোন কিছুই খাবে না।

বিদায়ী তাওয়াফঃ

হাজী সাহেব তাঁর কর্মগুলো সম্পাদন করে যদি নিজ এলাকায় ফিরে যেতে চান তখন তাঁর জন্য তা করা জায়িয হবে না যতক্ষণ না তিনি সাঈ ছাড়া সাতটি চক্কর বিদায়ী তাওয়াফ করেন। আর যদি তিনি তাঁর তাওয়াফে ইফাযাটি কিছুটা দেরী করে তাঁর সফরের সময় সম্পাদন করেন তাহলে এটি বিদায়ী তাওয়াফ বলেও গণ্য হবে। ঋতুস্রাবী ও সন্তান প্রসবোত্তরস্রাবীর জন্য কোন বিদায়ী তাওয়াফ নেই। তারা বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই সফর করবে। তবে তাদের তাওয়াফে ইফাযাহ পাক হয়ে গোসল করা ছাড়া শুদ্ধ হবে না। অতএব, তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবে। নবী ﷺ বলেন:

أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟

"সে কি আমাদেরকে আটকে ফেললো?"

(বুখারী ১৬৭০ আবু দাউদ ২০০৩ ইবনু মাজাহ ৩০৭২ আহমাদ ৬/৮২)

নবী ﷺ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঋতুস্রাবী হলে তাঁকে বলেন:

افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ

"একজন হাজী যাই করে তুমি তাই করো। তবে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না"।

(বুখারী ১৫৬৭ মুসলিম ১১১২ নাসায়ী ২৯০ আবু দাউদ ৮২১৭ ইবনু মাজাহ ২৯৬৩ আহমাদ ৬/২৭৩)

অতএব, পবিত্র হয়ে তাওয়াফে ইফাযা করা পর্যন্ত কোন ঋতুস্রাবী সফর করবে না। তবে তার অভিভাবক যদি পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফের জন্য পুনরায় এখানে নিয়ে আসার ওয়াদা করে তাহলে সে সফর করতে পারে। কিন্তু তার স্বামী তার পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা পর্যন্ত তাকে সম্ভোগ করা থেকে দূরে থাকবে।

হাজীরা হজ্জের কাজগুলো করার সময় যে ভুলগুলো করে থাকে সে ব্যাপারে কিছু সতর্ক বাণী:

এ ভুলগুলোর কিছু রয়েছে আক্বীদা সংক্রান্ত আর কিছু রয়েছে হজ্জের কর্মসমূহের বিধানাবলী সম্পর্কীয়।

আক্বীদা সংক্রান্ত ভুলসমূহ:

কিছু কিছু হাজী চাই তারা মক্কায় হোক অথবা মদীনায় তাঁদের অভ্যাসই হলো মৃতদের উসীলা ধরার জন্য কবরস্থানে

আসা-যাওয়া করা। তাদের কবর নিয়ে বরকত হাসিল করা অথবা তাদের সম্মানের উসীলা করে আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়া। তাঁরা এ জাতীয় আরো অনেক শির্কী কর্মকাণ্ড অথবা কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর আদর্শ বিরোধী অনেক বিদআতই করে থাকেন। কারণ, নবী ﷺ এর সুন্নাত হলো পরকালের স্মরণ ও শিক্ষা গ্রহণ এবং মৃত মুসলমানদের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আর নিমিত্তে কবর যিয়ারত করা। উপরন্তু তা সফরের দূরত্বে হতে পারবে না। তেমনিভাবে তা পুরুষের পক্ষ থেকে হবে; মহিলাদের পক্ষ থেকে নয়।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ

“আমি তোমাদেরকে একদা কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছি। এখন থেকে তোমরা তা করতে পারো। কারণ, তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়”। (মুসলিম ৯৭৭ তিরমিযী ১০৫৪ নাসায়ী ২০৩৩)

এটি বিশেষ করে পুরুষদের জন্য; মহিলাদের জন্য নয়। কারণ, রাসূল ﷺ বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারিণীদেরকে লা'নত করেছেন। আর নবী ﷺ যখনই কবর যিয়ারত করতেন তখনই কবরবাসীদের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করতেন। এটি হলো যিয়ারতের ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর আদর্শ। আর তা হলো যিয়ারতকারীর জন্য শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ এবং যিয়ারাতকৃত মৃতের জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা।

তাই কবরের নিকট দু‘আর ইচ্ছায় অথবা কবরবাসীদের উসিলা গ্রহণ কিংবা তাদের থেকে বরকত হাসিল অথবা তাদের নিকট সুপারিশ চাওয়ার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা নবী ﷺ এর আদর্শ বিরোধী। তা আল্লাহর সঙ্গে শিরক অথবা শিরকের বাহন মাত্র। যা হজ্জের কর্ম ও উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীত।

মৃত ব্যক্তির নিকট ফরিয়াদ করা বড় শিরক। আর তার সম্মানের উসিলা ধরা বিদআত ও শিরকের মাধ্যম।

হাজীদের কেউ কেউ নিজের শরীরকে দুর্বল করে এবং নিজের সময় ও সম্পদকে বিনষ্ট করে মক্কা ও মদীনার তথাকথিত মাযারগুলোতে ধন্না দিয়ে। মক্কায় তারা হেরা ও সাউর গুহাদ্বয়ের যিয়ারত করে যেগুলোর যিয়ারত শরীয়তে জায়িয নয়। তেমনিভাবে তারা মদীনাতে সাত মসজিদ, কিবলাতাইন এবং আরো কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সেখানে নামায পড়ে, দু‘আ করে ও সেখান থেকে বরকত হাসিল করে। অথচ মক্কা ও মদীনার এ জায়গাগুলোর যিয়ারত করা এবং সেখানে ইবাদাত করা ইসলামের মধ্যে নব আবিষ্কৃত কিছু বিদআত। কারণ, দুনিয়াতে এমন কোন মসজিদ নেই যেখানে নামায পড়ার জন্য সফর করা যেতে পারে তিনটি মসজিদ ছাড়া। আর সেগুলো হলো মসজিদে হারাম, নবী ﷺ এর মসজিদ ও মসজিদে আক্বসা। আর মসজিদে কুবা যারা মদীনায় রয়েছে তাদের জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মক্কা, মদীনা বা অন্য কোথাও এমন কোন গুহা বা জায়গা নেই যেগুলোর

যিয়ারত করা যেতে পারে। কারণ, সে ব্যাপারে শরীয়তের কোন দলীল নেই। একজন হাজী মক্কা ও মদীনায় আসে মূলতঃ আল্লাহর নিকট সাওয়াব ও পুণ্যের আশায়। সুতরাং তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত ইবাদাতেই ক্ষান্ত করতে হবে। যদি একজন হাজী মসজিদে হারাম ও রাসূল ﷺ এর মসজিদে নামায পড়ার জন্য নিজের সময়টুকু ব্যয় করে এবং আল্লাহর পথে ও গরিবদের উপর সাদাকা করার জন্য নিজের সম্পদটুকু ব্যয় করে তাহলে সে অনেক সাওয়াব ও পুণ্যের ভাগী হবে। আর যদি সে তার এ সম্ভাবনাগুলোকে বিদআত ও কুসংস্কারে নষ্ট করে দেয় তাহলে সে পাপ ও শাস্তির ভাগী হবে। তাই একজন হাজীর কর্তব্য হবে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং মূর্খ ও বিদআতীদের খপ্পরে না পড়া। তেমনিভাবে হজ্জ ও উমরাহর সেই বইগুলোর খপ্পরেও না পড়া যেগুলোতে এ বিদআতগুলোর প্রচার ও প্রসার রয়েছে। তাকে অবশ্যই হজ্জ ও উমরাহর সে বইগুলোর উপর নির্ভরশীল হতে হবে যেগুলো কুর'আন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। যাতে তার বিশ্বাস ও হজ্জ সুরক্ষিত থাকে। উপরন্তু কোন ব্যাপারে সন্দেহ হলে সে অবশ্যই বিজ্ঞ আলিমদের শরণাপন্ন হবে।

হজ্জের কর্মসমূহ সংশ্লিষ্ট ভুলগুলোঃ

ক. ইহরামের ভুলসমূহঃ

১. আকাশ পথে আসা কিছু কিছু হাজী জিদ্দা এয়ারপোর্টে

নামা পর্যন্ত ইহরামকে দেরী করেন। তাঁরা জিদ্দা অথবা মক্কার নিকটবর্তী জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধেন। অথচ তাঁরা আসার পথেই নিজেদের মীকাত অতিক্রম করেছেন। নবী ﷺ মীকাত সম্পর্কে বলেন:

هُنَّ لَـهُنَّ وَلِـمَنْ أَتَـى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ

"এ মীকাতগুলো সেই এলাকার লোকদের জন্য এবং যারা এগুলোর উপর দিয়ে আসবে। যদিও তারা এগুলোর অধিবাসী নয়"। (বুখারী ১৪৫৪ মুসলিম ১১৮১ নাসায়ী ২৬৫৪ আহমাদ ১/২৩৮ দারেমী ১৭৯২)

তাই কোন ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহর নিয়্যাতে তার পথে অবস্থিত মীকাতের উপর দিয়ে গেলে কিংবা আকাশ বা স্থল পথে তার বরাবর হলে তাকে অবশ্যই সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। যদি সে সেই এলাকা অতিক্রম করে তার পরে গিয়ে ইহরাম বাঁধে তাহলে সে পাপী হবে এবং ওয়াজিবগুলোর মধ্যকার একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার দরুন তাকে একটি দম তথা একটি ছাগল জবাইয়ের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, জিদ্দা সেখানকার অধিবাসী ছাড়া এবং যার ইতিপূর্বে হজ্জ কিংবা উমরাহ করার নিয়্যাত ছিলো না তবে যখন সে জিদ্দায় পৌঁছেছে তখন তার হজ্জ কিংবা উমরাহ করার নিয়্যাত জেগেছে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো মীকাত নয়।

২. কিছু কিছু হাজী ইহরাম বাঁধার সময় নিজেদের কিছু স্মরণীয় ছবি ধারণ করে সেগুলো তাঁরা হিফাযত করে রাখেন

এবং সময়-সুযোগে নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদেরকে দেখান। এমন করা দু'টি কারণে ভুলঃ

ক. ছবি ধারণ করা এমনিতেই একটি হারাম ও গুনাহের কাজ। কারণ, এর হারামের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে এমনকি সে ব্যাপারে শাস্তির হুমকিও দেয়া হয়েছে। আর একজন হাজী সে ইবাদাতের মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং তার উচিত হবে না এ ইবাদাতটিকে গুনাহ দিয়ে শুরু করা।

খ. এ কর্মটি মূলতঃ লোক দেখানোর শামিল। কারণ, একজন হাজী যখন মানুষদেরকে তার ইহরামরত অবস্থার ছবি দেখাতে চায় তখন তা লোকদেখানো ইবাদাতে রূপান্তরিত হয়। আর লোকদেখানোর মানসিকতা আমলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। যা ছোট শিরক এবং মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে।

৩. কিছু কিছু হাজী মনে করেন যে, একজন মানুষের অবশ্য কর্তব্য হলো এই যে, যখন সে ইহরামের নিয়্যাত করবে তখন তাকে নিজ প্রয়োজনীয় সকল বস্তু তথা জুতা, টাকাকড়ি ও আনুষঙ্গিক সকল বস্তুর আয়োজন করতে হবে। ইহরামের সময় যা উপস্থিত করা হয়নি তা তার জন্য পরবর্তীতে ব্যবহার করা না জায়িয। এটি একটি মারাত্মক ভুল ও চরম মূর্খতাই বটে। কারণ, তার জন্য এমন কাজ করা বাধ্যতামূলক নয়। না তার জন্য ইহরামের সময় যা উপস্থিত করা হয়নি এমন কোন প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করা হারাম।

বরং তার জন্য জায়িয প্রয়োজনীয় যে কোন কিছু খরিদ করা এবং যা ব্যবহার করা প্রয়োজন তা ব্যবহার করা। তেমনিভাবে তার জন্য জায়িয ইহরামের কাপড় ও জুতা ইত্যাদি পরিবর্তন করা। তাকে শুধু ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তুগুলো থেকেই বিরত থাকতে হবে; এ ছাড়া অন্য কিছু থেকে নয়।

৪. কিছু কিছু লোক যখন ইহরাম বাঁধে তখন তারা ইযতিবার মতোই নিজেদের কাঁধগুলো খোলা রাখে। এটি মূলতঃ তাওয়াফে কুদূম অথবা উমরাহর তাওয়াফ ছাড়া বৈধ নয়। এ ছাড়া সর্বাবস্থায় চাদর কর্তৃক কাঁধটি ঢাকা থাকবে।

৫. কিছু কিছু মহিলা বিশ্বাস করে যে, ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট একটি রংয়ের প্রয়োজন। যেমনঃ সবুজ বা অন্য কিছু। এটি মূলতঃ একটি ভুল। কারণ, ইহরামের সময় মহিলারা যে কাপড়গুলো পরে সেগুলোর নির্দিষ্ট কোন রংয়ের প্রয়োজন নেই। তারা নিজেদের সাধারণ কাপড়েই ইহরাম বাঁধবে। তবে ইহরাম কিংবা অন্য কোন অবস্থায় সৌন্দর্যের ভূষণ অথবা সঙ্কীর্ণ কিংবা পাতলা কাপড় তাদের জন্য পরিধান করা জায়িয নয়।

৬. কিছু কিছু মহিলা ইহরাম বাঁধার সময় নিজেদের মাথার উপর পাগড়ী বা নেকাব উঁচিয়ে রাখে এমন কিছু পরে থাকে। যাতে নেকাবটি চেহারাকে স্পর্শ করতে না পারে। এটি মূলতঃ ভুল ও স্বেচ্ছায় কষ্ট করা। যার কোন দলীল ও প্রয়োজন নেই। কারণ, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলারা ইহরামরত অবস্থায় অপর পুরুষ থেকে নিজেদের

চেহারাগুলো ঢেকে রাখতো। সেখানে এমন কিছু উল্লেখ নেই যে, তারা পর্দা করার সময় পাগড়ী কিংবা উঁচু করার কোন কিছু ব্যবহার করেছে। অতএব, নেকাবটি চেহারাকে স্পর্শ করায় কোন সমস্যা নেই।

৭. কিছু কিছু মহিলা হজ্জ কিংবা উমরাহর নিয়্যাতে যখন মীকাত অতিক্রম করে এবং তার ঋতুস্রাব এসে যায় তখন সে অথবা তার অভিভাবক মনে করে যে, ইহরামের জন্য শর্ত হলো ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়া তাই মহিলাটি সেখান থেকে ইহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে। এটি মূলতঃ একটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ, ঋতুস্রাব ইহরামের প্রতিবন্ধক নয়। বরং ঋতুস্রাবী মহিলা এমতাবস্থায় ইহরাম বেঁধে অন্যান্য হাজীদের ন্যায় সকল কাজই করবে। তবে সে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে সেটিকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত দেরি করবে। যা সুন্নাতে বর্ণিত রয়েছে। আর যদি সে এমতাবস্থায় ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে তাহলে সে আবারো মীকাতে এসে ইহরাম বাঁধলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। আর যদি সে তার কিছু পরে গিয়ে ইহরাম বাঁধে তাহলে তাকে ওয়াজিব ছাড়ার জন্য একটি দম দিতে হবে।

খ. তাওয়াফের ভুলসমূহ:

১. অধিকাংশ হাজী তাওয়াফ ও সাঈর সময় কিছু নির্দিষ্ট দু'আ নিজের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করে সেগুলো হজ্জ ও উমরাহর কিতাব থেকে পড়ে থাকেন। তাঁদের কিছু কিছু দল আবার একজন পাঠকের অনুসরণেও পড়ে থাকেন। সে

তাঁদেরকে সেগুলো বলে দিলে তাঁরা তার সাথে সাথে সম্মিলিত আওয়াজে বার বার পড়ে থাকেন। এটি মূলতঃ দু' দিক দিয়েই ভুলঃ

ক. সে এমন একটি দু'আ এ জায়গায় নিজের জন্য বাধ্যতামূল করে নিলো যা বাধ্যতামূলক বলে কখনো বর্ণিত হয়নি। কারণ, নবী ﷺ থেকে তাওয়াফের কোন নির্দিষ্ট দু'আ বর্ণিত নেই।

খ. সম্মিলিত দু'আ মূলতঃ বিদআত। যার মাধ্যমে তাওয়াফকারীদেরকে মনোযোগ নষ্ট করা হয়। তাই বৈধ নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকে আওয়াজ উঁচু না করে নিজের জন্য দু'আ করবে।

২. কিছু কিছু হাজী রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দেন। যা একটি ভুল কাজ। কারণ, রুকনে ইয়ামানীকে শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। সেটিকে চুমু দিতে হয় না। চুমু দিবে শুধু হাজরে আসওয়াদকে। হাজরে আসওয়াদকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে, সম্ভব হলে চুমু দিবে অথবা ভিড় হলে ইশারা করবে। আর রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতে হয়। সেটিকে চুমু দিতে হয় না। না সেদিকে ভিড়ের সময় ইশারা করতে হয়। আর অন্য দু' রুকন তথা কোণকে না স্পর্শ করতে হয়। না চুমু দিতে হয়।

৩. কিছু কিছু লোক হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে এবং চুমু দিতে ভিড় জমিয়ে থাকেন। এটি কিন্তু একটি অবৈধ কাজ। কারণ, ভিড়ে প্রচুর কষ্ট এবং তা একজন মানুষের জন্য

ভয়ঙ্করও বটে। তেমনিভাবে অন্যদের জন্যও। উপরন্তু মহিলাদের জন্য পুরুষদের সাথে ভিড় করার মাঝে ফিতনারও বিশেষ ভয় রয়েছে। মূলতঃ বৈধ ব্যাপার হলো সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া ও স্পর্শ করা। আর সম্ভব না হলে সেদিকে ইশারা করা। সেখানে কোন ধরনের ভিড় করা যাবে না। না নিজকে বিপদ বা ফিতনার সম্মুখীন করবে। কারণ, ইবাদাতের ভিত্তি হলো সহজ ও অকঠিন। বিশেষ করে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুমু দেয়া মুস্তাহাব। আর তা না হলে ইশারা করাই যথেষ্ট। ভিড় করা মূলতঃ হারাম। অতএব, সুন্নাতের জন্য আপনি কিভাবে হারামে লিপ্ত হবেন।

গ. হজ্জ অথবা উমরাহর জন্য মাথার চুল ছোট করা সংক্রান্ত ভুলসমূহঃ

কিছু কিছু হাজী মাথার কয়েকটি চুল কাটাই যথেষ্ট মনে করেন। মূলতঃ এটি যথেষ্ট নয়। না এর মাধ্যমে চুল কাটার ব্যাপারটি আদায় হবে। বরং পুরো মাথা থেকে চুল ছোট করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। কারণ, চুল ছোট করা চুল চাঁছারই স্থলাভিষিক্ত। তাই চুল চাঁছা যেমন পুরো মাথায় হয়ে থাকে তেমনিভাবে চুল ছোট করাও পুরো মাথায় হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ﴾ [سورة الفتح: 27].

"তোমরা নির্ভয়ে মাথার চুল চেঁছে এবং ছোট করে প্রবেশ করবে"। (আল-ফাতহ: ২৭)

মূলতঃ যে ব্যক্তি মাথার কিছু চুল ছোট করেছে তার ব্যাপারে এ কথা বলা যাবে না যে, সে মাথার চুল ছোট করেছে। বরং বলা হবে: সে মাথার কিছু চুল ছোট করেছে।

ঘ. আরাফায় অবস্থান সংক্রান্ত ভুলসমূহ:

১. কিছু কিছু হাজী আরাফায় অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেন না। না তাঁরা নির্দেশনামূলক ফলকগুলোর প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপণ করেন। যেগুলোতে আরাফার সীমানাগুলোর বর্ণনা রয়েছে। ফলে তাঁরা আরাফার বাইরেই অবস্থান করেন। কেউ যদি এমন জায়গায় লাগাতার অবস্থান করে এবং আরাফায় অবস্থানের সময় আরাফায় একেবারেই না ঢুকে তাহলে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে না। অতএব, একজন হাজীকে অবশ্যই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আরাফার সীমানাগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যেন তারা আরাফায় অবস্থানের সময় আরাফার ভিতরেই থাকে।

২. কিছু কিছু হাজী বিশ্বাস করেন যে, আরাফায় অবস্থানের সময় তাঁকে অবশ্যই রহমতের পাহাড় দেখতে ও সেখানে গিয়ে তাতে উঠতে হবে। ফলে তাঁরা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কঠিন ভয়াবহতার শিকার হন এবং তাঁরা এ জন্য নিজেদেরকে খুবই কষ্ট দিয়ে থাকেন। অথচ এসব কিছু তাঁদের থেকে চাওয়া হচ্ছে না। তাঁদের থেকে যা চাওয়া হচ্ছে তা হলো আরাফার কোন এক জায়গায় অবস্থান করা। কারণ, নবী

ﷺ বলেন:

وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوَاقِفُ

"আর আরাফার সবটুকুই অবস্থানের জায়গা"। (মুসলিম ১২১৮ আবু দাউদ ১৯০৭ আহমাদ ৩/৩২১)

তবে উরানা উপত্যকায় থাকা যাবে না। চাই তারা রহমতের পাহাড় দেখুক বা নাই দেখুক। আবার কেউ কেউ পাহাড়মুখী হয়ে দু'আ করেন। অথচ কিবলামুখী হয়ে দু'আ করাই নিয়ম।

৩. কিছু কিছু হাজী সূর্য ডুবার আগেই আরাফা থেকে বেরিয়ে যান। অথচ এটি তাঁদের জন্য জায়িয নয়। কারণ, প্রস্থানের সময়টুকু সূর্যাস্তের সাথেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের আগেই আরাফাহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে আর ফিরে না আসে সে মূলতঃ হজ্জের ওয়াজিবগুলোর একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিলো। ফলে তাকে আল্লাহর নিকট তাওবার পাশাপাশি একটি দম দিতে হবে। কারণ, রাসূল ﷺ সূর্যাস্ত পর্যন্তই আরাফায় অবস্থান করেছেন এবং তিনি বলেছেন:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ

"তোমরা আমার কাছ থেকে নিজেদের হজ্জ-উমরাহর নিয়মগুলো শিখে নাও"। (মুসলিম ১২৯৭ আবু দাউদ ১৯৭০ আহমাদ ৩/৩১৮)

ঙ. মুযদালিফায় অবস্থানের ভুলসমূহ:

একজন হাজী যখন মুযদালিফায় পৌঁছাবেন তখন তাঁর করণীয় হবে মাগরিব ও 'ইশার সালাত একত্রে পড়া। অতঃপর

তিনি সেখানে রাত্রি যাপন করে সেখানেই ফজরের সালাত আদায় করবেন। এরপর সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত দু‘আ করবেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা করবেন। ওজরওয়ালাদের জন্য বিশেষ করে মহিলা, বয়স্ক, বাচ্চা ও যাঁরা তাদের সকল ব্যাপারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য রাতের অর্ধেকের পরই সেখান থেকে রওয়ানা করা জায়িয। তবে মুযদালিফায় অবস্থানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হাজী অনেকগুলো ভুল করে থাকেন। তাঁদের কেউ কেউ মুযদালিফার সীমারেখা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে বরং তার বাইরেই অবস্থান করেন। আবার কেউ কেউ সেখানে রাত্রি যাপন না করে অর্ধ রাতের আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে যান। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করেনি সে হজ্জের ওয়াজিবগুলোর একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিলো। ফলে তাকে তাওবা ও ইস্তিগফারের পাশাপাশি একটি দমও দিতে হবে।

চ. জামারাগুলোতে পাথর মারা সংক্রান্ত ভুলসমূহঃ

জামারাগুলোতে পাথর মারা হজ্জের ওয়াজিবগুলোর একটি বিশেষ ওয়াজিব। আর সেটি হলো একজন হাজী ঈদের দিন জামারায়ে আকাবায় পাথর মারবেন। যা ঈদের রাতের অর্ধ ভাগের পর থেকেই মারা জায়িয। আর তাশরীকের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরই হাজী সাহেব তিনটি জামারায় পাথর মারবেন। তবে এ পাথরগুলো মারতে গিয়েও

কিছু কিছু হাজী সাহেব অনেকগুলো ভুল করে থাকেন যেগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১. তাঁদের কেউ কেউ পাথর মারার সময়ের বাইরেও তা মেরে থাকেন। যেমন: তিনি ঈদের রাত অর্ধ রাতের আগেই জামারায়ে আকাবায় পাথর মারেন অথবা তাশরীকের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগেই তিনটি জামারায় পাথর মারেন। এমন পাথর মারা কখনোই যথেষ্ট নয়। কারণ, তা নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেই হয়েছে। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন: কেউ যদি সালাতের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সালাত আদায় করেন তার সালাত আদায় হবে না। তেমনিভাবে এটিও।

২. তাঁদের কেউ কেউ আবার তিনটি জামারার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন না। তিনি মধ্যম অথবা সর্বশেষ জামারা থেকেই পাথর মারা শুরু করেন। অথচ ওয়াজিব হলো ছোটটি থেকেই শুরু করা অতঃপর মধ্যমটি অতঃপর বড় ও সর্বশেষটি।

৩. তাঁদের কেউ কেউ আবার পাথর মারার জায়গা তথা হাউজের বাইরেই পাথর মারেন। সেটি এমনভাবে যে, তিনি অনেক দূর থেকে পাথর মারেন যা হাউজে পড়ে না অথবা জামারার স্তম্ভে পাথর মারেন যা হাউজের বাইরে ছিটকে পড়ে। এমন পাথর মারা কোনভাবেই যথেষ্ট নয়। কারণ, তা হাউজে পড়েনি। যার মূল কারণ হলো মূর্খতা, দ্রুততা ও পাথর হাউজে পড়ছে কি পড়েনি এ ব্যাপারে কোন পরোয়া না করা।

৪. তাঁদের কেউ কেউ আবার তাশরীকের দিনগুলোর প্রথম দিনে পাথর মারার পাশাপাশি পরের দিনগুলোর পাথরও একসাথে মেরে ফেলে হজ্জ শেষ হওয়ার আগেই নিজ বাড়ির দিকে রওয়ানা করেন। তেমনিভাবে কেউ কেউ আবার প্রথম দিনের পাথর মেরে অন্য দিনের পাথর মারার জন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে নিজ দেশের দিকে রওয়ানা করেন। এটি মূলতঃ হজ্জের কার্যাবলীর প্রতি তামাশা দেখানো এবং শয়তানের ধোঁকাও বটে। কারণ, এ লোকটি হজ্জ আদায়ের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছে এবং অনেক পয়সা খরচ করেছে। তবে যখন তার হজ্জ সম্পর্কীয় সামান্যটুকু কাজ বাকি থাকলো তখন শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে সেগুলোতে ব্যাঘাত ঘটালো। ফলে সে হজ্জের কয়েকটি ওয়াজিব ছেড়ে দিলো। যা হলো বাকি জামারাগুলোতে পাথর না মারা এবং তাশরীকের রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান না করা। উপরন্তু অসময়ে বিদায়ী তাওয়াফ করা। কারণ, তার মুল সময় হলো হজ্জের দিনগুলোর শেষে এবং তার সমূহ কর্ম শেষ করে। এমন ব্যক্তি যদি একেবারেই হজ্জ না করতো এবং কষ্ট পাওয়া ও টাকা খরচ করা থেকে বেঁচে থাকতো তাহলে তা তার জন্য অনেক উত্তম হতো। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَتِـمُّوْا الْـحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾ [سورة البقرة: 196].

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরাহ পরিপূর্ণ করো। (বাকারাহ: ১৯৬)

হজ্জ ও উমরাহ পরিপূর্ণ করার মানে হলো যে ব্যক্তি এগুলোর ইহরাম বেঁধেছে তাকে অবশ্যই শরীয়ত সম্মতভাবে এগুলোর কার্যাদি পুরা করতে হবে। আর তার খাঁটি নিয়্যাত হতে হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা।

৫. কিছু কিছু হাজী নিচের আয়াতে বর্ণিত তাআজ্জুলের অর্থ ভুল বুঝে এ কথা মনে করেন যে, আয়াতে বর্ণিত দু' দিন বলতে ঈদের দিন ও ঈদের পরের দিনকে বুঝায়। যা এগারো তারিখ। তাই তাঁরা এগারো তারিখেই রওয়ানা করেন এবং বলেন: আমিই সেই তড়িঘড়ি করা ব্যক্তি। যা নিচের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿**فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ**﴾ [البقرة: 203].

"যে ব্যক্তি দু' দিনেই তড়িঘড়ি করে চলে যেতে চাইবে তার কোন গুনাহ হবে না। আর যে ব্যক্তি আরো দেরি করবে তারও কোন গুনাহ নেই"। (বাকারাহ: ২০৩)

অথচ এটি একটি মারাত্মক ভুল। যার কারণ হলো মূর্খতা। কারণ, এ দু' দিন থেকে উদ্দেশ্য ঈদের পরের দু' দিন। তথা ১১ ও ১২ তারিখ। সুতরাং যে ব্যক্তি ১২ তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জামারাগুলোতে পাথর মেরে সেখান থেকে দ্রুত চলে গেলো সেই মূলতঃ তড়িঘড়ি করলো এবং তার কোন গুনাহ হবে না। আর যে ব্যক্তি ১৩ তারিখ পর্যন্ত দেরি করে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পাথরগুলো মেরে সেখান থেকে প্রস্থান করলো সেটিই হবে তার জন্য সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ আমল।

ছ. মসজিদে নববী যিয়ারত সংক্রান্ত ভুলসমূহঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল ﷺ এর মসজিদ যিয়ারত করা প্রমাণিত একটি সুন্নাত। নবী ﷺ বলেন:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَـى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْـمَسْجِدِ الْـحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ ও মসজিদে আকসা"।

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন যে, তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার বার সালাত আদায়ের চেয়েও উত্তম। এটি মূলতঃ মসজিদে নববীর যিয়ারত ও সে জন্য সফর করার বৈধতা বুঝায়। তবে কিছু কিছু হাজী এ বিষয়েও অনেকগুলো ভুল করে থাকেন যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. কিছু কিছু হাজী এ বিশ্বাস করে থাকেন যে, মসজিদে নববীর যিয়ারতের সাথে হজ্জের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে অথবা তা হজ্জের পরিপূরক কিংবা হজ্জের কাজগুলোর একটি। এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ, মসজিদে নববীর যিয়ারতের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যার যখন ইচ্ছা সে তখনই তা করতে পারে। হজ্জের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্কই নেই। সুতরাং কেউ হজ্জ করার পাশাপাশি মসজিদে নববীর যিয়ারত না করলে তার হজ্জ পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

২. কিছু কিছু হাজী এ বিশ্বাস করে থাকেন যে, মসজিদে নববীর যিয়ারত করা ওয়াজিব। এটি একটি ভুল বিশ্বাস। কারণ, মসজিদে নববীর যিয়ারত মূলতঃ সুন্নাত। তাই কেউ যদি তার পুরো জীবনে একবারও মসজিদে নববীর যিয়ারত না করে তাহলে তার কোন অসুবিধে হবে না। সুতরাং কেউ নেক নিয়্যাতে মসজিদে নববীর যিয়ারত করলে তার জন্য অনেক সাওয়াব রয়েছে। আর যে তার যিয়ারত করবে না তার উপর কোন গুনাহ নেই।

৩. কিছু কিছু হাজী মনে করেন যে, মসজিদে নববীর যিয়ারত মানে রাসূল ﷺ এর যিয়ারত অথবা তাঁর কবরের যিয়ারত। এটি মূলতঃ বিশ্বাসের ভুলের পাশাপাশি নামেরও ভুল। কারণ, মূল যিয়ারত যার জন্য একজন হাজী সফর করেন তা হলো রাসূল ﷺ এর মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য। আর এর অধীনে রয়েছে নবী ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও শহীদদের কবর যিয়ারত। এ যিয়ারতগুলো সফরের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ, নবী ﷺ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইবাদাতের নিয়্যাতে সফর করতে নিষেধ করেছেন। তাই কোন নবী ও অলীদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। না উক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য সফর করা যাবে। যে হাদীসগুলোতে বাইতুল্লাহর হজ্জের পাশাপাশি রাসূল ﷺ এর কবর যিয়ারতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে সেগুলো মূলতঃ গ্রহণযোগ্য হাদীস নয়। বরং তা জাল কিংবা অত্যন্ত

দুর্বল। যা হাদীসের হাফিয ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। তবে যিনি রাসূল ﷺ এর মসজিদ যিয়ারত করেছেন তাঁর জন্য মুস্তাহাব নবী ﷺ ও অন্যান সাহাবীদের কবর যিয়ারত করা। যা মসজিদে নববীর যিয়ারত এবং সাধারণ কবর যিয়ারতের ব্যাপক বৈধতার অধীন বলেই ধরা হবে। তবে যিয়ারতটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে যাতে মৃত ব্যক্তিদের জন্য সালাম এবং তাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দু'আ থাকবে। তাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের নিকট ফরিয়াদ করা এবং তাদের কাছে কিছু চাওয়া থাকতে পারবে না। কারণ, এটি শিরকী যিয়ারত। কখনো বৈধ যিয়ারত নয়।

৪. যাঁরা মসজিদে নববীর যিয়ারত করতে যান তাঁদের আরেকটি ভুল হলো তাঁরা মনে করেন যে, মসজিদে নববীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সালাত আদায় করতে হবে। তা চল্লিশ বেলা বা অন্য কোন পরিমাণ হোক না কেন। এমন ধারণা করা ভুলই বটে। কারণ, নবী ﷺ থেকে তাঁর মসজিদ যিয়ারতকারীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের কোন সালাতের বর্ণনা আসেনি। অন্য দিকে চল্লিশ বেলার হাদীসটি প্রমাণিত নয়। তাই এটি কর্তৃক প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে না। অতএব, একজন হাজী সাহেব তাতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়া যথাসম্ভব সালাত আদায় করবে।

৫. যাঁরা নবী ﷺ এর কবর যিয়ারত করতে যান তাঁদের কেউ কেউ একটি বড় ভুল করে বসেন। তা হলো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে দু'আ করা। তাঁরা মনে করেন যে,

নবী ﷺ এর কবরের পাশে দু‘আ করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে এবং সেটি জায়িযও বটে। অথচ এটি একটি মহা ভুল। কারণ, কবরের পাশে কবরবাসী ছাড়া অন্য কারো জন্য দু‘আ করা বৈধ নয়। যদিও দু‘আকারী আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট দু‘আ করছেন না। যেহেতু এটি একটি বিদআত ও শিরকের বাহনই বটে। সালাফে সালিহীন নবী ﷺ কে সালাম দেয়ার পর তাঁর কবরের নিকট কোন দু‘আ করতেন না। বরং তারা সালাম দিয়েই সেখান থেকে রওয়ানা করতেন। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দু‘আ করতে চায় সে যেন কিবলামুখী হয়ে মসজিদের যে কোন জায়গায় দু‘আ করে। কবরের নিকট বা কবরের দিকে ফিরে সে দু‘আ করবে না। কারণ, দু‘আর কিবলা হলো কা’বা মুশাররাফাহ। অন্য কিছু নয়।

৬. যাঁরা মসজিদে নববীর যিয়ারত করতে যান তাঁদের আরেকটি ভুল হলো তাঁরা মদীনার এমন কিছু জায়গা ও মসজিদ যিয়ারত করতে যান যেগুলোর যিয়ারত বৈধ নয়। বরং সেগুলোর যিয়ারত বিদআত ও হারাম। যেমনঃ গুমামা মসজিদ, কিবলাতাইন মসজিদ, সাত মসজিদ ইত্যাদি। সাধারণ ও মূর্খরা যেগুলোর যিয়রিতকে বৈধ মনে করে। এটি একটি মহা ভুল। কারণ, মদীনাতে রাসূল ﷺ এর মসজিদ এবং কুবা মসজিদ ছাড়া সালাত আদায়ের জন্য অন্য কোন মসজিদের যিয়ারত বৈধ নয়। এ ছাড়া মদীনার অন্যান্য মসজিদ দুনিয়ার যে কোন মসজিদের ন্যায়। অন্য কোন

মসজিদের উপর এগুলোর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। না এগুলোর যিয়ারত বৈধ। তাই মুসলমানদের কর্তব্য হলো এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং এমন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের সময় ও সম্পদ ব্যয় না করা যা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। কারণ, যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করলো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বৈধ করেননি তা প্রত্যাখ্যাত এবং তাতে সে গুনাহগার হবে। নবী ﷺ বলেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করলো যার উপর আমার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয় তা প্রত্যাখ্যাত"। (বুখারী ২৫৫০ মুসলিম ১৭১৮ আবু দাউদ ৪৬০৬ ইবনু মাজাহ/ ভূমিকা ১৪ আহমাদ ৬/১৪৬)

বস্তুতঃ সাত মসজিদ, কিবলাতাইন মসজিদ এবং গুমামা মসজিদ যিয়ারতের কোন দলীল নেই। না রাসূল ﷺ তা করেছেন। না এর আদেশ করেছেন। বরং এটি একটি নতুন কাজ ও বিদআত।

আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে সত্য বস্তুটি সত্যরূপেই দেখান এবং তার অনুসরণের সুযোগ দেন। আর বাতিলকে বাতিলরূপেই দেখান এবং তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দেন। পরিশেষে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্ব জগতের প্রতিপালক এবং আল্লাহর রহমত ও প্রশান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সকল পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর।

সমাপ্ত

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা
লেখকের কথা..২
ইহরাম...৩
ইহরামের স্থান..৪
হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময়...................................৫
যে কাজগুলো ইহরামের আগেই করতে হয়......................৬
ইহরামের অর্থ..৮

হজ্জের প্রকারসমূহ যার কোন একটির নিয়্যাতে একজন হাজী ইহরাম বাঁধবে..৯
ইহরামের সময় ও তার পরে যে যিকিরটি বলা মুস্তাহাব.....১০
বিশেষ দ্রষ্টব্য..১২
যে কাজগুলো ইহরামের নিয়্যাত করার পর সম্পাদন করা হারাম..১৫
তানঈম ও জিইররানা নামক দু'টি মসজিদে যে ভুলগুলো করা হয় সে ব্যাপারে সতর্কতা..১৭
তানঈম মসজিদে যা করা হয়..................................১৭
জিইররানা মসজিদে যা করা হয়..............................২০
মক্কায় পৌঁছে একজন হাজী যা করবেন........................২১
একজন তামাত্তু হজ্জকারী যা করবেন.........................২১
ক্বিরান ও ইফরাদকারী যা করবে..............................২২
কিছু সতর্কবাণী..২২
একজন হাজী তারবিয়ার দিন যা করবে.......................২৪
আরাফায় অবস্থান ও একজন হাজী সেখানে যা করবে......২৫
একটি সতর্ক বাণী..২৬
মুযদালিফায় রাত্রিযাপন...২৬
ঈদের দিন হজ্জের যে কর্মসমূহ করা হয়......................২৭
কিছু সতর্ক বাণী..২৯
তাশরীকের দিনগুলো এবং তাতে হজ্জের যে কাজগুলো রয়েছে..৩১
জামারাহগুলোতে পাথর মারার পদ্ধতি........................৩২

ফায়েদা...৩৩
বিদায়ী তাওয়াফ...৩৪
হাজীরা হজ্জের কাজগুলো করার সময় যে ভুলগুলো করে থাকে সে ব্যাপারে কিছু সতর্ক বাণী.............................৩৫
আক্বীদা সংক্রান্ত ভুলসমূহ......................................৩৫
হজ্জের কর্মসমূহ সংশ্লিষ্ট ভুলগুলো...............................৩৮
ক. ইহরামের ভুলসমূহ..৩৮
খ. তাওয়াফের ভুলসমূহ..৪২
গ. হজ্জ অথবা উমরাহর জন্য মাথার চুল ছোট করা সংক্রান্ত ভুলসমূহ...৪৪
ঘ. আরাফায় অবস্থান সংক্রান্ত ভুলসমূহ.........................৪৫
ঙ. মুযদালিফায় অবস্থানের ভুলসমূহ.............................৪৭
চ. জামারাগুলোতে পাথর মারা সংক্রান্ত ভুলসমূহ............৪৭
ছ. মসজিদে নববী যিয়ারত সংক্রান্ত ভুলসমূহ................৫১